

স্মারক নং-ডিজিডিএ/বিবিধ-৩/০৩/ ৩৭২

তারিখ: ১৮/০৬/২০২৩
৩০/০৬/২০২৬

বিষয়ঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ঔষধের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

উপযুক্ত বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উৎসবে বেশ কিছু ঔষধ উৎপাদনকারী ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (যেমন: ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ঔষধের চটকদার বিজ্ঞাপন, পোস্টার ও প্রমোশনাল কন্টেন্ট প্রকাশ ও প্রচার করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত এ ধরনের বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদানকরতঃ ভবিষ্যতে না করার জন্য সতর্ক করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখনও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের অননুমোদিত বিজ্ঞাপন অনলাইনে মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

২। সংশ্লিষ্ট সকলের আইনি বাধ্যবাধকতার স্বার্থে স্মরণ করে দেওয়া যাচ্ছে যে, ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭১ (১) অনুযায়ী-

“কোনো ব্যক্তি, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, এইরূপ কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার অথবা বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচারে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহাতে ঔষধের ব্যবহার অথবা আরোগ্য বা চিকিৎসা সম্পর্কিত কোনো দাবি থাকে।”

৩। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঔষধের এই ধরনের প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উক্ত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এবং সাধারণ মানুষকে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত আত্ম-চিকিৎসার (Self-medication) দিকে প্ররোচিত করে।

এমতাবস্থায়, জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং দেশের প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল ঔষধ উৎপাদনকারী ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা মেনে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো:

ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ যেকোনো গণমাধ্যমে চলমান সকল প্রকার অনুমোদনহীন ঔষধের বিজ্ঞাপন, প্রমোশনাল পোস্ট ও ডিডিও অবিলম্বে নিজ দায়িত্বে অপসারণ করতে হবে।

খ) ভবিষ্যতে ঔষধের ব্যবহার, কার্যকারিতা, আরোগ্য বা চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোনো প্রচারণার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিধি মোতাবেক পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

গ) এ নোটিশ জারির পর কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদনহীন বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রমাণ পাওয়া গেলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। অতএব, দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান মেনে সুশৃঙ্খলভাবে ঔষধ বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আপনাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা কামনা করছি।

মোহা: আলমগীর হোসেন

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) JUN 2026

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ফোনঃ ০২২২২২৮০৮০৩

ইমেইল: dgda.gov@gmail.com

বিতরণ: (সকল ঔষধ প্রস্তুতকারী ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান)

মেসার্স

.....

.....

স্মারক নং-ডিজিডিএ/বিবিধ-৩/০৩/

তারিখ: ১৪৩৩
২০২৬

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব পরিচালক/পরিচালক (চঃদাঃ), প্রধান কার্যালয়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

২। সভাপতি/ সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা।

৩। সভাপতি/ সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইউনাইটেড ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা।

৪। সভাপতি/ সেক্রেটারি, বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা।

৫। সভাপতি/ সেক্রেটারি, বাংলাদেশ হার্বাল প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশন, ঢাকা।

৬। সভাপতি/সেক্রেটারি, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশন, ঢাকা।

৭। সভাপতি/সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।

৮। সভাপতি/সেক্রেটারি, মেডিকেল ডিভাইস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

৯। সভাপতি/সেক্রেটারি, বাংলাদেশ মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড হসপিটাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশন, ঢাকা।

১০। জনাব উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/ ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক/ সহকারী প্রোগ্রামার/ ঔষধ পরিদর্শক/প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়, ঔষধ প্রশাসন.....

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর